প্রেরিত-শিষ্যদের প্রেরণ

(Despatching the Apostles)

লূক লিখিত সুসমাচার ৯:৯-৯ পদ্

লূকের লেখা সুসমাচারের ৯ অধ্যায়ের আগে, সাধারণ মানুষের মধ্যে যীশুর পরিচর্যার উপর জোর দেওয়া হয়েছে, যেখানে তিনি তাদের শিক্ষা দিয়েছেন ও তাদের মাঝে বিভিন্ন অলৌকিক কাজ সাধন করেছেন, যেগুলি তাঁর স্বর্গীয় ক্ষমতা ও দয়া প্রদর্শন করেছে। এই পরিচর্যা কালে তাঁর শিষ্যরা কেবল যীশুর সঙ্গে থেকেছে এবং যীশুর কথা ও কাজ পর্যবেক্ষণ করেছে। কিন্তু ৯ অধ্যায় থেকে যে বিষয়ের উপর জোর দেওয়া হয়েছে, তা হল, যীশুর সঙ্গে তাঁর শিষ্যদের সম্পর্ক এবং তাদের প্রতি যীশুর শিক্ষা। এই দুইয়ের দ্বারা তারা যীশুর ব্যক্তিত্ব ও কার্য কিছু পরিমাণে উপলব্ধি করতে সক্ষম হয়েছে। এই সময় পর্যন্ত তাঁর শিষ্যরা তাঁর প্রকাশকে পূর্ণ মাত্রায় উপলব্ধি করতে ব্যর্থ হয়েছে, কিন্তু পরবর্তীকালে তারা এদের তাৎপর্য উপলব্ধি করবে, যখন তাঁর পুনরুত্থানের দ্বারা ঈশ্বর তাঁকে সর্ব সমক্ষে প্রভু ও খ্রীস্ট হিসাবে উপস্থাপিত করবেন।

যীশু তাঁর সাড়ে তিন বৎসরের পার্থিব পরিচর্যার প্রথম অংশে ইস্রায়েলের উত্তরাংশ, তথা গালীল প্রদেশে পরিচর্যা সম্পন্ন করেছিলেন। গালীলে তাঁর পরিচর্যা যখন শেষ হতে চলেছিল, তখন তিনি তাঁর শিষ্যদের কিছু দিনের মিশন কাজে *(Short-term Mission Trip)* প্রেরণ করেছিলেন। এ বিষয়ে লূক তাঁর সুসমাচারের ৯:১-৯ পদে লিপিবদ্ধ করেছে। যীশুর স্বর্গারোহনের পর যে শিষ্যরা ঈশ্বরের রাজ্যের সুসমাচার পৃথিবীর প্রান্ত পর্যন্ত নিয়ে যাবে, তাদের উপযুক্ত শিক্ষার জন্য যীশু তাদের হাতে খড়ি দিয়েছেন। ছোটবেলায় আমরা কীভাবে সাইকেল চালাবার প্রশিক্ষণ লাভ করেছিলাম, তা স্মরণ করতে পারি। প্রথমে মোটা প্লাস্টিক তিন-চাকার সাইকেল দিয়ে আমাদের প্রশিক্ষণ শুরু হয়েছিল। তারপর, পেডাল আছে এমন তিন-চাকার সাইকেল চড়েছিলাম। তারপর দু-চাকার সাইকেল, যার পিছনের চাকার দু-পাশে একটি করে ছোট প্রশিক্ষণ-চাকা থাকত। পরে সেই দুটি ছোট প্রশিক্ষণ-চাকা খুলে দেওয়া হত, আমাদের বাবা বা মা পিছনে ধরে থাকত, আর আমরা পেডাল করতাম। শেষে আমাদের বাবা বা মা তাদের হাত ছেড়ে দিত, আর আমরা তাদের ছাড়াই সাইকেল চালাতে সক্ষম হয়েছি। একে বলে কোনও কাজ করতে করতে শেখা। যীশু তাঁর শিষ্যদের এখানে সেই সুযোগ দিয়েছেন।

এর আগে ৬:১২-১৬ পদে, তাঁর গালীল পরিচর্যাকালে আমরা যীশুকে ১২ জন শিষ্যকে বেছে নিতে দেখেছি। আমাদের সাইকেল চড়া শেখার ন্যায়, যীশু তাদেরকে তাঁর পার্থিব পরিচর্যাকালে এমন প্রশিক্ষণ দিয়েছেন, যেন তারা তাঁর মৃত্যু, পুনরুত্থান ও স্বর্গারোহণের পর তাঁর মিশন কাজকে ক্রমশ এগিয়ে নিয়ে যায়। এতদিন ধরে তারা যীশুর প্রচার শুনেছে, যীশুর দ্বারা সাধিত বিভিন্ন পরক্রমের কাজ নিজের চোখে দেখেছে। আবার, একমাত্র তাঁর শিষ্যদের যীশু বিভিন্ন বিষয়ের নিগুঢ়তত্ত্ব শিক্ষা দিয়েছেন। কিন্তু এখন সেই সময় উপস্থিত হয়েছে, যখন তাদের সেই প্রশিক্ষণ অনুসারে কাজ করতে হবে, তাদের সাইকেলের পিছনের চাকার সঙ্গে যুক্ত দুটি ছোট চাকা খুলে দেওয়া হবে। হ্যাঁ, এবার তাদের শিক্ষানবিসের কর্মক্ষেত্রে পাঠানোর সময় উপস্থিত হয়েছে। তাই, যীশু তাদের কিছু-দিনের মিশন কাজে প্রেরণ করলেন।

ক। প্রেরিত-শিষ্যদের শক্তি ও কর্তৃত্ব: কিছু-দিনের মিশন কাজে যীশু তাঁর শিষ্যদের প্রেরণ করতে চলেছেন। তারা নিজেরা প্রচার করার অভিজ্ঞতা লাভ করতে চলেছে; এতদিন যীশু একা যে প্রচার কাজ সম্পন্ন করেছেন, তারা সেই কাজকে গুণিতক হারে বৃদ্ধি করতে চলেছে। আর তাই তাদের প্রেরণ করার আগে ***যীশু সেই ১২ জনকে একত্রে ডেকে তাদের সমস্ত ভূতের উপর ও রোগ ভালো করবার জন্য শক্তি ও কর্তৃত্ব দিলেন*** (১ পদ)। ***কর্তৃত্ব*** হল কোনও কাজ করার অধিকার, কিন্তু ***শক্তি*** হল সেই কাজ করার সামর্থ্য। এদের মধ্যে পার্থক্যকে আমাদের উপলব্ধি করতে হবে।

ধরুন, রাতের অন্ধকারের পথে যখন কয়েকজন দস্যু আপনাকে আক্রমণ করে ও আপনার সমস্ত টাকা দাবি করে, তখন তারা তাদের শক্তির বলে তা করে, যদিও সেই কাজ করার কোনও অধিকার তাদের নেই। এমন

অনুগ্রহ সহভাগিতা মণ্ডলী, কলকাতা ৭৫; দূরভাষ- ২৪১৬ ১৪৭৫ (রেভা. সুজয় রায়), graceindia.net@gmail.com

পরিস্থিতিতে আপনি যখন আপনার মনিব্যাগ তাদের হাতে তুলে দিতে পকেটে হাত দেন, তখন একজন পুলিশ অফিসর তার গাড়ীতে চড়ে সেখানে এসে উপস্থিত হয়। সেই দস্যুদের গ্রেফতার করার কর্তৃত্ব বা অধিকার পুলিশ অফিসরের আছে, কিন্তু তার শক্তি না থাকলে, তিনি আপনাকে উদ্ধার করতে পারেন না।

যীশু তাঁর শিষ্যদের সুসমাচার প্রচার কাজে প্রেরণ করার আগে তাদের শক্তি ও কর্তৃত্ব (অধিকার) উভয়ই দান করলেন। যীশুর নামে সেই সুসমাচার প্রচার করার অধিকার তাদের দেওয়া হয় এবং সেই কাজ করার সামর্থ্যও তাদের দেওয়া হয়। যীশুর মতো তারাও মন্দ-আত্মাদের উপর ও রোগ-ব্যধির উপর শক্তি ও কর্তৃত্ব লাভ করে।

যীশুর ১২ জন প্রেরিত-শিষ্য সুসমাচার প্রচার কাজের জন্য যীশুর কাছ থেকে এই যে শক্তি লাভ করে, তা বৈশিষ্ট্যের দিক থেকে অদ্বিতীয়। তারা যে প্রভু যীশু খ্রীস্টের দ্বারা প্রেরিত সুসমাচার প্রচারক, তার পক্ষে সাক্ষ্য-প্রমাণ হিসাবে ভূতদের উপর ও রোগ-ব্যধির উপর তাদের শক্তি ও কর্তৃত্ব দেওয়া হয়েছিল। আজ যারা আমরা প্রভুর পক্ষে এই কাজ করে চলেছি, তাদের এই সাক্ষ্য-প্রমাণের আর প্রয়োজন নেই। কারণ তাঁর বাক্য লিপিবদ্ধ করণের কাজ সম্পূর্ণ করার দ্বারা আমাদের কাছে প্রভু তাঁর প্রকাশের কাজ সম্পূর্ণ করেছেন। আমাদের কী বিশ্বাস করতে হবে ও কেমন জীবন যাপন করতে হবে, তা ঈশ্বর অনুপ্রাণিত সত্য-সিদ্ধ বাইবেলে অন্তর্গত। তাই, আজ আমরা প্রভু যীশুর পক্ষে সত্য প্রচারক কি না, তা প্রমাণের জন্য ভূতদের উপর ও রোগ-ব্যধির উপর আমাদের শক্তি ও কর্তৃত্ব প্রকাশের দ্বারা নয়, কিন্তু ঈশ্বরের বাক্য, তথা বাইবেল মেনে আমরা প্রচার করছি কি না, তার দ্বারা প্রমাণিত হয়। প্রেরিত পুস্তক পাঠের দ্বারা আমরা উপলব্ধি করি, এই পুস্তকের শেষের দিকে যখন প্রেরিত-শিষ্যরা একে একে মারা যাচ্ছিল, তখন অলৌকিক চিহ্ন ও কার্য একে একে ফ্যাকাশে হয়ে যাচ্ছিল। প্রেরিত পৌল তার পরিচর্যার প্রথম দিকে বিভিন্ন অলৌকিক কাজ করেছিলেন (প্রেরিত ১৪:১-১০; ১৯:১১-১২; ২৮:৮), কিন্তু তার জীবনের শেষ দিকে আমরা দেখতে পাই, তিনি অসুস্থ ত্রফিমকে সুস্থ করেননি (২তীমথিয় ৪:২০), আবার তীমথিয়ের ধারাবাহিক পেটের অসুখের জন্য দ্রাক্ষারস ব্যবহার করতে বলেছেন (১তীমথিয় ৫:২৩)। অবশ্য তার মানে এই নয় যে ঈশ্বর এখন আমাদের প্রার্থনার উত্তর দেন না। আমরা নিশ্চয়ই অসুস্থদের সুস্থতার জন্য ঔষধের পাশাপাশি প্রার্থনা করব।

কেবল তাঁর প্রেরিত-শিষ্যদের অলৌকিক কাজ করার যে শক্তি ও কর্তৃত্ব দেওয়া হয়েছিল, তা যদিও আমাদের দেওয়া হয়নি, কিন্তু তার অর্থ এই নয় যে, তাঁর পরিচর্যায় অংশ নিতে আমাদের অধিকার দেওয়া হয়নি। তাঁর স্বর্গোরোহনের পূর্বে, তিনি যখন গালীলে তাঁর শিষ্যদের সঙ্গে সাক্ষাৎ করেছিলেন, তখন তিনি তাদের বলেন, ***"স্বর্গে ও পৃথিবীতে সমস্ত কর্তৃত্ব আমাকে দেওয়া হয়েছে। অতএব তোমরা গিয়ে সমুদয় জাতিকে শিষ্য কর; পিতার ও পুত্রের ও পবিত্র আত্মার নামে তাদের বাপ্তাইজিত কর; আমি তোমাদের যা যা আজ্ঞা করেছি, সেই সমস্ত পালন করতে তাদের শিক্ষা দাও। আর দেখ, আমিই যুগান্ত পর্যন্ত প্রতিদিন তোমাদের সঙ্গে সঙ্গে আছি"*** (মথি ২৮:১-২০)। আজ সুসমাচার প্রচার করতে ও শিষ্য তৈরী করতে যীশু তাঁর সন্তান আমাদের প্রত্যেককে তাঁর কর্তৃত্ব দিয়েছেন।

খ। প্রেরিত-শিষ্যদের কাজ: ২ পদে বলা হয়েছে, ***"আর ঈশ্বরের রাজ্য প্রচার করতে ও আরোগ্য করতে তাদের প্রেরণ করলেন।"*** অসুস্থদের আরোগ্য করার সঙ্গে যীশু তাঁর প্রেরিত-শিষ্যদের ঈশ্বরের রাজ্যের সুসমাচার প্রচার করার কাজ দিয়েছেন। লূক ৪:৪৩ পদে, যীশু তাঁর নিজের পরিচর্যা কাজকে এইভাবে বর্ণনা করেছেন, ***"অন্য অন্য নগরেও আমাকে ঈশ্বরের রাজ্যের সুসমাচার প্রচার করতে হবে, কারণ সেই জন্যই আমি প্রেরিত হয়েছি।"*** 'ঈশ্বরের রাজ্য' ঈশ্বরের রাজত্বের কথা বলে, রাজা হিসাবে ঈশ্বরের কর্তৃত্বের নিচে নিজেদের সমর্পণ করতে তা মানুষদের কাছে আবেদন করে। অনুগ্রহে পূর্ণ রাজা হিসাবে ঈশ্বর তাঁর একমাত্র পুত্রকে এই পৃথিবীতে প্রেরণ করেছিলেন, যেন তিনি তাঁর সন্তানদের পাপের প্রায়শ্চিত্ত করণার্থে নিজের জীবন উৎসর্গ করেন। তাই, আমাদের প্রয়োজন (১) নিজেদের পাপী বলে স্বীকার করা, (২) আমাদের পাপের জন্য অনুতাপ করা, (৩) যীশু খ্রীস্টের ব্যক্তিত্ব ও কার্যে আস্থা রাখা, এবং (৪) ঈশ্বরের সার্বভৌম ও অনুগ্রহপূর্ণ কর্তৃত্বের কাছে নিজেদের সমর্পণ করা।

প্রেরিত-শিষ্যদের প্রতি প্রদত্ত যীশুর এই কাজ আজ

অনুগ্রহ সহভাগিতা মণ্ডলী, কলকাতা ৭৫; দূরভাষ- ২৪১৬ ১৪৭৫ (রেভা. সুজয় রায়), graceindia.net@gmail.com

আমাদের ক্রমশ পালন করতে হবে। সুসমাচার প্রচারের দায়িত্ব হল তাঁর সন্তান আমাদের প্রাথমিক ও ভিত্তিমূলক আহ্বান। কারণ আমাদের পরিত্রাণার্থে ঈশ্বর সুসমাচার প্রচারকে উপায় হিসাবে ব্যবহার করতে মনস্থ করেছেন (রোমীয় ১০:১৪-১৫)। সুসমাচার প্রচারের মাধ্যমে পাপীদের মন-পরিবর্তিত হয়, এবং বিশ্বাসীদের বিশ্বাস দৃঢ়ীকৃত হয়। সুসমাচার প্রচার ব্যতিরেকে কোনও মণ্ডলীর সুস্থ বিকাশ সম্ভব নয়।

গ। প্রেরিত-শিষ্যদের প্রতি বিশেষ নির্দেশ: কিছু-দিনের জন্য সুসমাচার প্রচারে তাদের প্রেরণ করার পূর্বে যীশু তাঁর শিষ্যদের প্রতি কয়েকটি বিশেষ আদেশ বা নির্দেশ দিয়েছেন। সেই সময় বিভিন্ন ধর্ম ও দর্শনের যে অসংখ্য ভ্রাম্যমান প্রচারক ছিল, যীশু তাঁর শিষ্যদের তাদের থেকে আকারে-প্রকারে পৃথক হতে এই নির্দেশে উল্লেখ করেছেন।

প্রথমত, তাদের যাত্রাপথে তারা কী কী জিনিস নিয়ে যাবে, সে বিষয়ে যীশু তাদের নির্দেশ দিয়েছেন। ৩ পদে যীশু তাদের বলেছেন, *"পথের জন্য কিছুই নিও না, লাঠিও না, ঝুলিও না, খাদ্যও না, টাকাও না, দুটো আঙ্‌রাখাও নিও না।"* যীশু তাঁর শিষ্যদের খাদ্য, বস্ত্র বা অর্থ নিয়ে যাত্রা করতে নিষেধ করেছেন। এমনকী তাদের ঝুলি নিতেও নিষেধ করেছেন; কেবল গায়ে পোষাক ও পায়ে জুতো পরে তাদের যাত্রা করতে যীশু নির্দেশ দিয়েছেন। তখনকার ভ্রাম্যমান প্রচারকেরা ভিক্ষার ঝুলি নিয়ে লাঠি হাতে পরিভ্রমণ করত, যীশুর শিষ্যরা যেন তাদের অনুকরণ না করে।

এখন, আজকের দিনের পালক, প্রচারক বা মিশনারীরাও কি তাদের মতো এমন ভাবে যাত্রা করবেন? তাঁরা তাদের জামা ও জুতো ছাড়া আর কিছুই তাদের সঙ্গে নেবেন না, কারুর কাছে কোনও অর্থ সাহায্য চাইবেন না? আমাদের উপলব্ধি করতে হবে, যীশু তাঁর এই নির্দেশ কেবল তাঁর প্রেরিত-শিষ্যদের দিয়েছিলেন, মণ্ডলীর অবশিষ্ঠাংশের প্রতি দেননি। অন্যদিকে, শিষ্যদের সঙ্গে যীশু তাঁর শেষ নিস্তার পর্বের ভোজের পর, যে রাতে তিনি ইষ্করিয়োতীয় যিহূদার দ্বারা শত্রুদের হাতে সমর্পিত হয়েছিলেন, সেদিন তিনি তার শিষ্যদের এমন কথা বলেছিলেন, *"আমি যখন থলি, ঝুলি ও জুতো ছাড়া তোমাদের পাঠিয়েছিলাম, তখন তোমাদের কি কোনও অভাব হয়েছিল? তারা বলল, কিছুই নয়। তখন তিনি তাদের বললেন, কিন্তু এখন যার থলি আছে, সে তা গ্রহণ করুক, সেইরূপ ঝুলিও গ্রহণ করুক, এবং যার নেই, সেই নিজের চোগা বিক্রয় করে খড়্গ ক্রয় করুক"* (লূক ২২:৩৫-৩৬)। এর থেকে আমরা উপলব্ধি করি, যীশু যখন তাঁর শিষ্যদের কিছু-দিনের সুসমাচার প্রচারে প্রেরণ করেছিলেন, তখন তিনি তাদের কিছুই সঙ্গে নিয়ে যেতে নিষেধ করেছিলেন, যেন তার দ্বারা তারা তাদের সমস্ত বিষয়ের জন্য প্রভুর উপর আস্থা রাখতে শেখে।

দ্বিতীয়ত, জেরুশালেমের যে সমস্ত স্থানে তারা প্রচার করতে যাবে, সেই সমস্ত স্থানের কোথায় তারা থাকবে? ৪ পদে বলা হয়েছে, *"আর তোমরা যে কোনও বাড়ীতে প্রবেশ কর, সেখানে থেকো, এবং সেখান থেকে প্রস্থান কোরো।"* সেই সময় ভ্রাম্যমান মিথ্যা শিক্ষকরা এক বাড়ী থেকে অন্য বাড়ীতে যেত এবং তাদের কাছ থেকে অর্থ সংগ্রহ করত। যীশু তাই তাঁর শিষ্যদের একই বাড়ীতে ক্রমশ থাকতে বলেছেন, তারা যেন তাদের সেই বাসায় সন্তুষ্ট থাকে।

তৃতীয়ত, তাদের আপ্যায়নের বিষয় যীশু বলেছেন। ৫ পদে বলা হয়েছে, *"আর যে সমস্ত লোক তোমাদের গ্রহণ না করে, সেই নগর থেকে প্রস্থান করার সময় তাদের বিরুদ্ধে সাক্ষ্যের জন্য তোমাদের পায়ের ধূলো ঝেড়ে ফেল।"* শিষ্যরা যখন কিছুই তাদের সঙ্গে নিয়ে যায়নি, তখন যে সমস্ত মানুষের কাছে তারা সুসমচার প্রচার করবে, তাদের কাছ থেকে আতিথ্য বা সৌজন্য গ্রহণ শিষ্যদের প্রয়োজন ছিল। কিন্তু সেই সমস্ত মানুষ যদি তাদের প্রতি সৌজন্য প্রকাশের পরিবর্তে তাদের প্রতি বিদ্বেষ প্রদর্শন করে, যীশু তাদেরকে সেই নগর ত্যাগ করতে বলেছেন। এর দ্বারা তাদের প্রতি ঘৃণা ও বিদ্বেষ প্রকাশ নয়, কিন্তু ঈশ্বরের রাজ্যের সুসমাচার বর্জন করায়, তাদের অনুগ্রহপূর্ণ সতর্ক করা হয়েছে।

ইহুদি গুরুদের মধ্যে একটা চিন্তা ছিল যে, পরিজাতি-অধ্যুষিত অঞ্চলের ধূলো তাদের অশুচি করত। তাই, তারা যখন পরজাতিদের অঞ্চলের উপর দিয়ে যাত্রা করে প্যালেষ্টাইনে ফিরত, তখন তারা তাদের জুতোর ধূলো ঝেড়ে ফেলত। তাই, যীশু যখন তাঁর শিষ্যদেরকে ইস্রায়েল-কুলের হারানো মেষদের কাছে প্রেরণ করেছিলেন, এবং তারা সেই সুসমাচার বর্জন করেছিল, তখন শিষ্যরা তাদের পায়ের ধূলো

অনুগ্রহ সহভাগিতা মণ্ডলী, কলকাতা ৭৫; দূরভাষ- ২৪১৬ ১৪৭৫ (রেভা. সুজয় রায়), graceindia.net@gmail.com

ঝেড়ে যে কথা প্রতীকীকারে উপস্থাপিত করেছিল, তা হল, তারা পরজাতিদের সমতুল্য; তারা শারীরিক ভাবে ইস্রায়েলীয় হলেও, ঈশ্বরের সন্তান নয়।

ঘ। শিষ্যদের প্রচার কাজের ফল: যীশু যখন তাঁর শিষ্যদের তাঁর শক্তি ও কর্তৃত্ব দিয়ে ঈশ্বরের রাজ্যের সুসমাচার প্রচারে দায়িত্ব দিলেন ও বিভিন্ন বিষয়ে নির্দেশ দিয়ে প্রেরণ করলেন, তখন তারা যীশুর বাধ্য হয়ে সেই কাজ সম্পন্ন করেছিল। ৬ পদে বলা হয়েছে, ***"পরে তারা প্রস্থান করে চারিদিকের গ্রামে যেতে লাগল, সর্বত্র সুসমাচার প্রচার এবং আরোগ্য দান করতে লাগল।"*** তাদের এই বাধ্যতার ফলস্বরূপ আমরা ৭-৮ পদে রাজা হেরোদ আন্তিপাসের দুশ্চিন্তাকে দেখতে পাচ্ছি, ***"আর যা যা হচ্ছিল, হেরোদ রাজা সমস্তই শুনতে পেলেন; এবং তিনি বড় অস্থির হলেন, কারণ কেউ কেউ বলত, যোহন মৃতদের মধ্য থেকে উঠেছে; আর কেউ কেউ বলত, এলিয় দর্শন দিয়েছে; আর কেউ কেউ বলত, আগেকার ভাববাদিদের এক জন উঠেছেন।"***

যীশুর শিষ্যরা যদিও ঈশ্বরের রাজ্যের সুসমাচার প্রচার করেছে এবং যীশুর নামে অসুস্থদের সুস্থ করেছে, রাজা হেরোদ কিন্তু যীশুর শিষ্যদের বিষয় উদ্বিগ্ন হয়নি, তিনি যীশুর বিষয় বড় অস্থির হয়েছেন। বিষয়টি সব সময় আমাদের মাথায় রাখতে হবে, আমরা সুসমাচার প্রচার বা সমাজ সেবার দ্বারা যখন বিভিন্ন মানুষের জীবনকে স্পর্শ করি, তখন তা যেন আমাদের প্রতি তাদের আকর্ষিত না করে, কিন্তু যীশুর প্রতি তারা আকর্ষিত হয়।

৯ পদে বলা হয়েছে, ***"আর হেরোদ বলল, যোহনের তো আমিই মস্তক ছেদন করেছি; কিন্তু ইনি কে, যাঁর বিষয় এইরূপ কথা শুনতে পাচ্ছি? আর তিনি তাঁকে দেখবার চেষ্টা করতে লাগলেন।"*** যীশুর বিষয় যখন লোকেরা মৃতদের মধ্য থেকে যোহন বাপ্তাইজকের উত্থাপন বলে ব্যাখ্যা করেছিল, তখন হেরোদ ভয় পেয়েছিলেন, কারণ তিনি হেরোদিয়ার কন্যার ইচ্ছাপূরণ করে যোহনের মস্তক ছেদন করেছিলেন (মথি ১৪:১-১২)। হয়ত সেই অপরাধের বীষ তাঁকে কষ্ট দিচ্ছিল। যাই হোক, হেরোদ কিন্তু যীশুর বিষয় সবথেকে গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্নটি এখানে করেছেন, ***"ইনি কে?"*** লূক তার সুসমাচারে ধারাবাহিক ভাবে এই প্রশ্নেরই উত্তর দিয়ে চলেছেন। এই অধ্যায়েরই পরবর্তী অংশে (৯:১৯-২৭) যীশু নিজে তাঁর শিষ্যদের প্রশ্ন করেছেন, ***"আমি কে?"*** তখন পিতর উত্তর দিয়েছিল, ***"আপনি ঈশ্বরের সেই খ্রীস্ট।"*** হ্যাঁ, যীশু একজন মামুলি ইহুদি গুরু নন, যোহন বা ভাববাদিদের মধ্যেও একজন নন, তিনি স্বয়ং ঈশ্বর পুত্র, আমাদের পরিত্রাতা প্রতিজ্ঞাত মশীহ। তিনি স্বয়ং সর্বশক্তিমান ঈশ্বর।

হেরোদ এই প্রশ্ন করেছিলেন, ঠিক কথা, কিন্তু তিনি এর সঠিক উত্তর কখনও লাভ করতে পারেননি। যীশু যে ঈশ্বরের পুত্র, তিনি তাঁর সন্তানদের খুঁজতে ও উদ্ধার করতে যে পৃথিবীতে অবতীর্ণ হয়েছিলেন, তা যোহন কখনও উপলব্ধি করতে পারেননি। এখানে যীশুকে দেখবার যে ইচ্ছার কথা হেরোদের বিষয় বলা হয়েছে, তাকে আমরা ২৩:৬-১২ পদে পূর্ণ হতে দেখতে পাব, যখন যীশুর বিচার করতে পিলাত যীশুকে হেরোদের কাছে পাঠিয়েছিল। যীশুর বিষয় হেরোদের মধ্যে যথেষ্ট কৌতুহল ছিল, ঠিক কথা, কিন্তু সেই কৌতুহল কখনও যীশুকে তাঁর প্রভু ও পরিত্রাতা বলে স্বীকার ও বিশ্বাস করতে তাকে প্রবৃত্তি দেয়নি।

যীশু সেদিন তাঁর প্রেরিত-শিষ্যদের কিছু-দিনের প্রচার কার্যে প্রেরণ করেছিলেন। তারা হয়ত নিজেদের বিষয় ভেবেছিল, তারা যথেষ্ট প্রস্তুত নয়। কিন্তু তারা নিজেদের চোখে তাদের প্রভুকে সুসমাচার প্রচার করতে ও লোকদের সেবা করতে দেখেছিল। তারা যা দেখেছিল, যা শিখেছিল, তা কার্যে রূপায়িত করতে তারা আহূত হয়েছিল। তারা যীশুর বাধ্য হয়ে যে কাজের শুরু করেছিল, পরবর্তী কালে তা তাদের সারা জীবনের কাজে রূপান্তরিত হয়েছিল।

আসুন, আমরাও ঈশ্বরের রাজ্যের সুসমাচার প্রচার করি। আমরা হয়ত নিজেদের যথেষ্ট প্রস্তুত না-ও মনে করতে পারি। কিন্তু তিনি আমাদের জীবনে যে কাজ করেছেন, তা আমরা দেখেছি, উপলব্ধি করেছি। আসুন, সেই কথা লোকদের বলি। আমাদের চারপাশে হাজার হাজর লোক আছে, তাদের মধ্যে আমাদেরই মতো প্রভুর মনোনীত সন্তান অনেক আছে। তা জেনে, আসুন, আমরা তাদের কাছে সুসমাচার প্রচার করি। কারণ ঈশ্বর তাঁর বাক্য প্রচারের উপায়কে ব্যবহার করে, তাঁর আত্মা দ্বারা আমাদের হৃদয় খুলে থাকেন। আর এ হল এমন প্রশিক্ষণ, যার অনুশীলনের দ্বারা আমরা ক্রমশ দক্ষতা লাভ করি (নিপুণ হই)।

অনুগ্রহ সহভাগিতা মণ্ডলী, কলকাতা ৭৫; দূরভাষ- ২৪১৬ ১৪৭৫ (রেভা. সুজয় রায়), graceindia.net@gmail.com